ভূমিকা

প্রবাদ লোকায়ত জীবন থেকে উৎসারিত লোকসাহিত্যের একটি শাখা। লোকোক্তি বা বিশেষ বাক্যাংশ বা বাক্য কখনো কখনো প্রবাদে রূপান্তরিত হয় বা প্রবচন রূপে স্বীকৃতি পায়। তাই প্রবাদ ও প্রবচন একই ধারার সাহিত্যিক নিদর্শন। মানবজীবনের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক জীবনচর্যার প্রতিফলন আছে প্রবাদ-প্রবচনে। আমার আগ্রহের বিষয় 'রাজবংশী প্রবাদ-প্রবচন ঃ একটি আর্থ-সামাজিক সমীক্ষণ', সেই জীবনচর্যা থেকেই উৎসারিত। আমার জন্ম উত্তরবঙ্গের প্রান্তিক অঞ্চল হলদিবাড়ির সন্নিকটবর্তী বালাডাঙ্গায়। 'বালাডাঙ্গা' শব্দটির মধ্যেই নিহিত আছে তিস্তার একটি অখণ্ড স্রোতধারার অনুষঙ্গ। শব্দটির মধ্যে দুটি দল (Syllable) আছে, বালা + ডাঙ্গা = বালাডাঙ্গা। রাজবংশী সমাজে 'বালি'কে বলা হয় 'বালা'। প্রবাদে উঠে এসেছে 'থৈ থৈ বালা'। এই 'বালা'র অনুষঙ্গ সুবিস্তৃত, এ যেন জীবনেরই বালুচর; তার উপরে মৃত্তিকা সংলগ্ন ডাঙ্গা যেন কৃষিজাত ফসলের বার্তাকেই বহন করছে। বালাডাঙ্গায় আজও রবিশস্যের যে প্রাচুর্য, পরোক্ষভাবে তা জীবনচর্যাকে তথা জীবনের প্রবাদকেই পরিপুষ্ট করে চলেছে। শব্দটি নান্দনিকতায় উন্নীত হয়েছে; যেন আমার গবেষণাকর্মের ফল্গুধারার সঙ্গে মিশে গেছে বালাডাঙ্গার স্মৃতি, তিস্তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, কৃষিচারণা; যা রাজবংশী সমাজের জীবনচর্যার এক অখণ্ড দলিল। বিভিন্ন অধ্যায়ে তারই বিস্তৃতি ঘটেছে গবেষণাকর্মের শিরোনামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে।

প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে 'উত্তরবঙ্গের অবস্থান, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও রাজবংশী জনসমাজ'। এই অধ্যায়টির সাতটি উপবিভাগ আছে। গবেষণাকর্মের শিরোনামের সঙ্গে এই অধ্যায়ে আলোচিত বিষয়গুলি প্রাসঙ্গিক বলে মনে করি, কারণ প্রবাদ-প্রবচন শুধুমাত্র লোকসাহিত্যের উপাদানই নয়, এর গভীরে আছে নৃ-সাংস্কৃতিক, ভূ-সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক, আর্থ-সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট। তাই প্রথম অধ্যায় মূল গবেষণাকর্মের প্রেক্ষাপট হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়, 'প্রবাদ-প্রবচনের সংজ্ঞা, প্রকৃতি, শ্রেণীবিন্যাস ও রাজবংশী প্রবাদ-প্রবচন'। এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে ছয়টি উপবিভাগ—

ক. প্রবাদ-প্রবচনের সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও শ্রেণীবিন্যাস

খ. রাজবংশী প্রবাদ-প্রবচনের গঠন রীতি

গ. রাজবংশী প্রবাদ-প্রবচনের সংযোগ

ঘ. রাজবংশী প্রবাদ-প্রবচনের অন্তর্লোক

ঙ. রাজবংশী প্রবাদ-প্রবচনের কথান্তর

চ. রাজবংশী ও বাংলা প্রবাদ ঃ তুলনামূলক সমীক্ষা

প্রতিটি উপবিভাগে প্রবাদ-প্রবচনের তাত্ত্বিক আলোচনাকে তুলে ধরা হয়েছে। তদুপরি আছে প্রবাদ কীভাবে 'মাধ্যম' হিসেবে কাজ করে এবং প্রবাদের কথান্তর কীভাবে ছড়িয়ে যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ 'লোকসাহিত্য' প্রবন্ধে, ছড়ায় কামরূপচারিতা ও কামরূপদারিতার আলোচনা করেছেন, যা পাঠান্তর বা কথান্তরচর্চায় গুরুত্বপূর্ণ। প্রবাদ-প্রবচনের ক্ষেত্রেও সেকথা অনস্বীকার্য। সেই সূত্র ধরে বাংলা ও রাজবংশী প্রবাদের তুলনার প্রসঙ্গটি উপস্থাপিত করা হয়েছে। আসলে এই অধ্যায়ে তত্ত্বগত আলোচনার পাশাপাশি রাজবংশী সমাজের প্রবাদ-প্রবচনের মূল প্রবণতাগুলিও নির্দেশিত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোণাম 'রাজবংশী প্রবাদ-প্রবচন ঃ আর্থ-সামাজিক অবস্থান ও প্রেক্ষাপট'। এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে ছয়টি উপবিভাগ, যথা—

ক. আদিম অর্থনীতি

খ. রাজবংশী প্রবাদে শ্রেণীবৈষম্য

গ. সামন্ততান্ত্রিক অবস্থান

ঘ. মধ্যবিত্ত কৃষক সমাজ

ঙ. নিম্নবিত্ত ও বর্গাদার সমাজ

চ. অন্যান্য পেশার মানুষ

সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকে মানুষের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস দ্বান্দ্বিকতায় পর্যবসিত। শিকারকেন্দ্রিক কৌম জীবনাচরণ থেকে ক্রমশ বিবর্তনের ধারায় মানুষ কৃষিকেন্দ্রিক জীবনচর্যাকে অবলম্বন করেই তার সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে। রাজবংশী সমাজ জীবন ও সংস্কৃতি মূলতঃ কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির উপর দাঁড়িয়ে আছে। দেবদেবী, পূজাপার্বণ, লোকাচার, লোকবিশ্বাস, লোকনাট্য, লোকশিল্প, লোকগান ইত্যাদি বিভিন্ন অনুষঙ্গে উঠে এসেছে

কৃষিজীবনের কথা। রাজবংশীরা মূলতঃ শৈব, শিব তাঁদের প্রধান আরাধ্য দেবতা। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে শিব-এর বহুবিচিত্র নাম, যেমন— ডাংধরা, বুড়াবোল্লা, বুড়াঠাকুর, ঢাংটিং, ধনতলা ইত্যাদি। তাই প্রবাদেও বলে—

'এক-অ চাষ-অ কর ভুইখান
দুইয়ো চাষ-অ মুঞ
তাও না ক্যানে উঠির না চায়
কেন্না দুব্বা বই।

লোকায়ত জীবনের শিব এখানে কৃষিতে নিমগ্ন। এছাড়াও, উত্তরবঙ্গে প্রচলিত মনসামঙ্গল কাব্যধারায় শিব কৃষির দেবতা। সুতরাং কৃষিভিত্তিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটই রাজবংশী জীবনচর্যার মৌল লক্ষণ। এই অধ্যায়ে শিরোণামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আর্থ-সামাজিক অবস্থান ও প্রেক্ষাপট আলোচিত হয়েছে। কিন্তু সমাজ তো পরিবর্তনশীল তাই সংস্কৃতিও রূপান্তরিত হয়; 'প্রবাদ'-এর ক্ষেত্রেও একথা সত্য। ফলে ক্রমবিবর্তনের ধারায় উঠে এসেছে নানান পেশার মানুষ। এখানেও নিহিত আছে রাজবংশী সমাজের সামাজিক অবস্থান ও নান্দনিকতা—

'বৈদ্যের কাশুলা মাও
কামারের ঘ্যাচকেটা দাও
ছকরবন্দের ভিজে মাথা
তাতির ছাওয়ার গালাত্ কেথা।'

চতুর্থ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়, 'রাজবংশী প্রবাদ-প্রবচনে সমাজ জীবন ও সংস্কৃতি'। এই অধ্যায়ের পাঁচটি উপনাম, যথাক্রমে—

ক. সমাজ জীবনের বিভিন্ন অনুষঙ্গে প্রবাদ-প্রবচন
খ. নারীমন
গ. রাজবংশী প্রবাদে প্রেম
ঘ. প্রকৃতি ও প্রতিবেশ
ঙ. পশুপাখি
চ. লোকসাংবাদিকতা

এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে রাজবংশী সমাজের সামাজিক অবস্থান অর্থাৎ কৃষিভিত্তিক

অর্থনীতির বিবর্তনের ধারায় জীবনের বিভিন্ন অনুষঙ্গে প্রবাদ কীভাবে ক্রিয়াশীল। প্রবাদ-প্রবচনের নানা বাহ্যিক দিক আছে। কিন্তু প্রবাদও জীবনের সঙ্গে জীবনের কথা বলে, অর্থাৎ জীবনে জীবন যোগ করা। কথায় বলে—

'নয়া নয়া বথুয়া
নুন ত্যাল পায়
বুড়া হোলে বথুয়া
ছুতিগারি যায়।'

উক্ত প্রবাদের অর্থ যাইহোক না কেন, 'বথুয়া' এখানে শুধু বথুয়া শাক নয়— মানব জীবনের অনিত্যতার প্রতীক। রাজবংশী জনজীবনের ভাওয়াইয়া গানেও উঠে এসেছে বথুয়ার কথা—

'বথুয়া হলফল করে রে বন্ধুয়া...।'

কৃষিভিত্তিক জীবনধারা সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে গেছে এখানে। তদুপরি আছে প্রেম, প্রকৃতি, মনস্তত্ত্বের বিচিত্র সম্ভার। জীবন এখানেই শেষ নয়— বাক্‌শিল্পের বিশিষ্ট প্রয়োগে প্রবাদ কখন কীভাবে সাংবাদিকতার দায়িত্ব পালন করে তা বিস্ময়কর। আসলে সাহিত্য তো সংযোগের (কমিউনিকেশন) কথাই বলে। এই সংযোগের মধ্যেও নিহিত থাকে নানা জীবন-অভিজ্ঞতা, পরিবেশ ভাবনার অনুষঙ্গ। রাজবংশী প্রবাদে বলে—

'এলুয়া ফুটিল আইল্ বাইস্যা
কাশিয়া ফুটিল গেইল্ বাইস্যা।'

এ যেন ঋতু পরিবর্তনের লোক-ক্যালেণ্ডার। আসলে 'এলুয়া' ফুটে ওঠা ও 'কাশিয়া' ফুটে ওঠার মধ্যবর্তী সময়ে বর্ষাকাল নির্দিষ্ট থাকে। ক্রমে লোকায়ত বিবর্তনের ধারায় লোকসমাজের অভিব্যক্তি 'বিন্না ফুটিল ভর বাইস্যা', কথান্তরের মধ্য দিয়ে এ যেন অভিনব আর এক সংযোজন। অর্থাৎ জীবন কখনো দাঁড়িয়ে থাকে না, সংস্কৃতিও তাই। প্রবাদেও সেই চলমানতার ইঙ্গিত বিদ্যমান। গবেষণাকর্মের মূল শিরোনামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রাজবংশী সমাজ জীবন ও সংস্কৃতি এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে প্রবাদ-প্রবচনের নিরিখে।

পঞ্চম অধ্যায় 'রাজবংশী প্রবাদ-প্রবচনের সাহিত্যমূল্য'। এই অধ্যায় বিন্যস্ত হয়েছে চারটি উপবিভাগে—

ক. লোকসাহিত্যের অন্যান্য আঙ্গিকে প্রবাদ-প্রবচন

খ. লোকসংগীত থেকে প্রবাদ-প্রবচন

গ. প্রবাদ-প্রবচনের নান্দনিকতা

ঘ. প্রবাদ-প্রবচনের আলঙ্কারিক বৈচিত্র্য

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন— "জনপদে যেমন চাষবাস এবং খেয়া চলিতেছে — সেখানে কামারের ঘরে লাঙলের ফলা, ছুতোরের ঘরে ঢেঁকি এবং স্বর্ণকারের ঘরে টাকা দামের মোটরি নির্মাণ হইতেছে — তেমনি সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে একটা সাহিত্যের গঠনকার্যও চলিতেছে; তাহার বিশ্রাম নাই। প্রতিদিন যাহা বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন খণ্ড খণ্ড ভাবে সম্পন্ন হইতেছে, সাহিত্য তাহাকে ঐক্যসূত্রে গাঁথিয়া নিত্যকালের জন্য প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিতেছে।" (লোকসাহিত্য, রবীন্দ্ররচনাবলী, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৭১৬) রাজবংশী প্রবাদ-প্রবচনের ক্ষেত্রেও এই অভিনিবেশ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

রাজবংশী সমাজে নিত্যদিন কৃষিচারণার সঙ্গে তৈরি হচ্ছে নানাতর প্রবাদ বৈচিত্র্য। কৃষি সরঞ্জাম— লাঙ্গল, পেঠি, জোয়াল, ফাল, মই ইত্যাদির অনুষঙ্গে তৈরি হয়েছে বেশ কিছু প্রবাদ। 'জোয়ালত কাং দে' অর্থাৎ জোয়াল দিয়ে চাষবাসের রীতিকে দৈনন্দিন জীবনচর্যায় প্রয়োগের মধ্য দিয়ে প্রবাদে পরিণত হয়েছে। এ ধরণের কৃষিকেন্দ্রিক প্রবাদের আর একটি দৃষ্টান্ত—

'খড়ম পায়ি চিরল দাতি সাপ নেঙ্গা চুল
হাতে হাতে খোয়ালেক বানিয়ার জাতি কুল।'

এখানে 'চিরল দাতি' উপমাটি কৃষি সরঞ্জাম 'মই'-এর অনুষঙ্গে আহৃত।

আবার সাহিত্যিক উৎকর্ষতায় লোকগল্প কখনো কখনো একটি প্রবাদ বাক্যের ভাববীজ হয়ে ওঠে। আবার একটি প্রবাদ বা প্রবচন থেকেই জীবন অভিজ্ঞতার নিরিখে একটি গল্প নির্মাণ হ'তে পারে, এ যেন সাহিত্যের সঙ্গে সহিতত্ত্বের সংযোগ। আবার লোকসংগীতের বিভিন্ন কলি গ্রহণযোগ্যতার কারণেই কখনো কখনো রূপান্তরিত হয়েছে প্রবাদ-প্রবচনে। যেমন—

'যদি বন্ধু যাবার চাও
ঘাড়ের গামছা থুইয়া যাও রে...।'

প্রবাদ-প্রবচনের মধ্যে নিহিত আছে লোকায়ত মানুষের সৌন্দর্য চেতনাও। কথায় বলে—

'নাউ ফুল কুমড়ার ফুল
সন্ধ্যা হইলে ফুটে
অভাগিনীর মনের দুঃখ
সদায় মনে উঠে।'

নাউ ফুল, কুমড়ার ফুলের সঙ্গে সন্ধ্যাবেলার সখ্যতা এখানে নান্দনিক চেতনায় উত্তীর্ণ। তদুপরি আছে নারীর মনোবেদনা এবং অতৃপ্তি, যা প্রকৃতির অনুষঙ্গে অভিব্যক্ত হয়েছে প্রবাদটিতে। গবেষণা নিবন্ধের বিভিন্ন অধ্যায়ে আলোচিত প্রবাদ-প্রবচনগুলির এরূপ নান্দনিকতা আসলে রাজবংশী সমাজ জীবনের সাহিত্যিক উৎকর্ষতারই নিদর্শন।

আলঙ্কারিকেরা ছন্দ, অলংকার, ধ্বনিমাধুর্যের কথা বলেন। রাজবংশী প্রবাদ-প্রবচনে আছে অনুপ্রাস, যমক, উপমা ইত্যাদি আলঙ্কারিক প্রয়োগ, যা সাহিত্যগত মূল্যকেই নির্দেশ করে। বিশেষ শব্দ-ধ্বনি, বিশেষত বিশেষণের প্রয়োগে রাজবংশী প্রবাদ-প্রবচন কাব্যসুষমায় মণ্ডিত হয়েছে। 'ভাকুরাগালি', 'শাঙনা ভাতার', 'নাঙনি মাইয়া', 'নন্দিয়া ভাতার', 'আলকাটানি', 'পরখাউয়া', 'আষাঢ়ের মাটি', 'উবর ভাবর' ইত্যাদি শব্দ-বিন্যাস রাজবংশী প্রবাদ-প্রবচনের কাব্যময়তার নিদর্শন। প্রবাদের ভাষায় নারী যখন তার প্রার্থিত পুরুষের প্রতি নিজের মনের আর্তিকে প্রকাশ করে তখন তা হয়ে ওঠে কাব্যময়। রাজবংশী প্রবাদে আছে—

'বালুতে আন্ধিনু বালুতে বাড়িনু
দরিয়াত ভাসানু হাড়ি
বিয়ার সোয়ামী মরিলে মাছে ভাতে খাং
বন্ধুয়া মরিলে হং আড়ি।'

এই লোকায়ত নান্দনিকতা, যৌনতার সীমা অতিক্রম করে আজকের আধুনিক মননকেও হার মানায়।

'উপসংহার'-এ গবেষণা প্রকল্পটির পাঁচটি অধ্যায়ের সামগ্রিক আলোচনার একটি মূল্যায়ন তুলে ধরা হয়েছে, যা গবেষণাকর্মের শিরোনামের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। পরিশিষ্ট অধ্যায়ে 'রাজবংশী প্রবাদ-প্রবচন সংগ্রহ' তুলে ধরা হয়েছে। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই যে, ইতিপূর্বে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী প্রবাদ-প্রবচন যাঁরা সংগ্রহ ও সংকলন করেছেন তাঁদের সংগৃহীত প্রবাদ-প্রবচনগুলিকে যেমন স্থান দেওয়া হয়েছে, পাশাপাশি নিজস্ব ক্ষেত্রসমীক্ষায় প্রাপ্ত উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রবাদ-প্রবচনও উঠে এসেছে পরিশিষ্ট অংশে, যা গবেষণাকর্মের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বলে মনে করি।